দৈনিক বাংলা

তারিখ 14-NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

82

পরীক্ষা হচ্ছে—ক্লাসও হোক

কড়া পাহারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত পরীক্ষা গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে আলোচনায় ছাত্র-নেতারা শান্তি-শৃঙ্খলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বাস বাস্তবায়িত হতে দেখা অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ার সময় এসেছে, এমন বলা যাবে না। আদতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে এমন বলারও উপায় নেই—শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় ক্লাস এখনো চালু হতে পারেনি।

না এধার-না ওধার, এমন একটা অবস্থায় অস্বস্তি কত দিনে কাটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ অনিশ্চয়তা ক্ষেত্রবিশেষে অসন্তোষেরও জন্ম দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্র এবং অভিভাবকেরা মনে করেন, কোনো অজুহাতেই আর কালক্ষেপণের যুক্তি নেই। পঠন-পাঠন অবিলম্বে চালু হওয়া উচিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর নিরাপত্তার নিশ্চয়তার দাবীতে শিক্ষকদের ধর্মঘট কর্মসূচীকে অনেকের পক্ষেই এখন খোলামনে সমর্থন কষ্টকর হবে। অনেকেই মনে করেন, যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায় তার পুরো ফায়দা নেয়া প্রয়োজন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবীর বিপক্ষে এমনিতে বলার কিছু থাকতে পারে না। তবে আমাদের বিশেষ অবস্থানে বিষয়টির অন্যান্য দিকগুলোও যাচাই করে দেখার প্রয়োজন আছে। 'কার্যকর নিরাপত্তা' ধারণাটিও আপেক্ষিকতার প্রভাবমুক্ত নয়। আদর্শ অবস্থানের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণয়ের মতই রাতারাতি পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। বিরাজমান অবস্থার আলোকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার দাবীকে তাই ঠেলে ফেলার উপায় থাকে না। নয় মন তেলের শর্ত আদতে প্রতিবন্ধকতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান মুহূর্তে তাই ছাত্রনেতাদের আশ্বাসকে অবলম্বন করে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আরেকটু এগিয়ে যেতে পারেন বলেই আমরা মনে করি। কাজের মধ্য দিয়ে ব্যাধির উপশম সম্ভব এই প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রয়োগে সন্ত্রাস সমস্যার কিছু সমাধান যে হতে পারে না তাইবা কে বলতে পারে?

একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে এবং সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমাদের শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এমন অসম্ভব দাবী তাঁদের কাছে কেউ করবে না। সন্ত্রাস নির্মূল হোক—এ দাবী আজ গোটা জাতির। এ নিয়ে একটা জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং তার বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিয়ে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কিছু কাজও চলছে। এদিক থেকে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। অসহিষ্ণুতার তাই কোনো কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা আর আস্থা বিস্তারের জন্যেও ক্লাস চালু হওয়া দরকার। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজ যদি এদিকটি বিবেচনায় আনেন, গোটা জাতিই তাতে উপকৃত হবে, দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে।

পাল্টা যুক্তি হিসাবে যদি বলা হয়, পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে, হতে দেয়া হোক। অনেক দিনইতো নষ্ট হয়েছে, আরো কিছুদিন যদি নষ্ট হয় তাতেইবা অসহিষ্ণুতার কি আছে? এ প্রশ্নের জবাব হাতড়ে বেড়ানোর প্রয়োজন করবে না। এক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতার কারণ একটাই—সময় মানেই জীবন। শিক্ষার্থীদের সময় আর জাতির ভবিষ্যৎ দুয়ে কোনো ভেদ নেই। নষ্ট হওয়ার হাত থেকে এর যতটুকু রক্ষা পায় ততটাই বাঁচোয়া। এখানে দ্বিতীয় বা ভিন্ন চিন্তার অবকাশ থাকতে পারে না। অস্তিত্বের স্বার্থেই সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে। আর তা করাও হবে। অন্তর্বর্তী সময়টা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে আমরা শিক্ষকসমাজের কাছ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা প্রত্যাশা করি।